মুম্বাইয়ের সাংবাদিক রিতু শর্মা লিখেছেন এনার্জি বাংলায়
পৃষ্ঠা ৬

এনার্জি বাংলা

ঢাকা, শনিবার
৬ই পৌষ ১৪২৬, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মূল্য ২০ টাকা
নিবন্ধন নং : ১২৯

পাক্ষিক ‘এনার্জি বাংলা’র যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাক্ষিক এনার্জি বাংলার পথ চলা শুরু হলো। অনলাইনের পাশাপাশি এখন থেকে নিয়মিত ছাপানো অক্ষরে নতুন কলবরে প্রকাশ হবে এনার্জি বাংলা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশবিষয়ক পাক্ষিক। এ উপলক্ষে ৭ই ডিসেম্বর রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বক্তারা এনার্জি বাংলাকে দায়িত্বশীল, তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।

‘জ্বালানি ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা : গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেন, মিতব্যয়ী হলে, সচেতন হলে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব। একই সঙ্গে সরকারের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। জ্বালানি ব্যবহারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবর্তন আনতে হবে। কোন জ্বালানি কোন খাতে কতটা ব্যবহার করব, তা এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী বীরবিক্রম। বক্তব্য রাখেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য ম তামিম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইজাজ হোসেন, স্রেডার চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মকবুল ই ইলাহী, স্রেডার সদস্য সিদ্দিক জোবায়ের, বিপপার সিনিয়র সহ সভাপতি হুমায়ুন রশিদ, সাংবাদিক বদিউল আলম ও শাহানাজ বেগম। সভাপতিত্ব করেন এনার্জি বাংলার উপদেষ্টা সম্পাদক অরুণ কর্মকার। সঞ্চালনা করেন এনার্জি বাংলার সম্পাদক রফিকুল বাসার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্রেডার উপপরিচালক প্রকৌশলী তৌফিক রহমান। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে পেশাজীবিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তরা বলেন, সচেতনভাবে জ্বালানি ব্যবহার করলে খরচ কমবে। বিনিয়োগও কম লাগবে।

ছবিসহ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায়

দাম নিয়ে দামাদামি

অরুণ কর্মকার

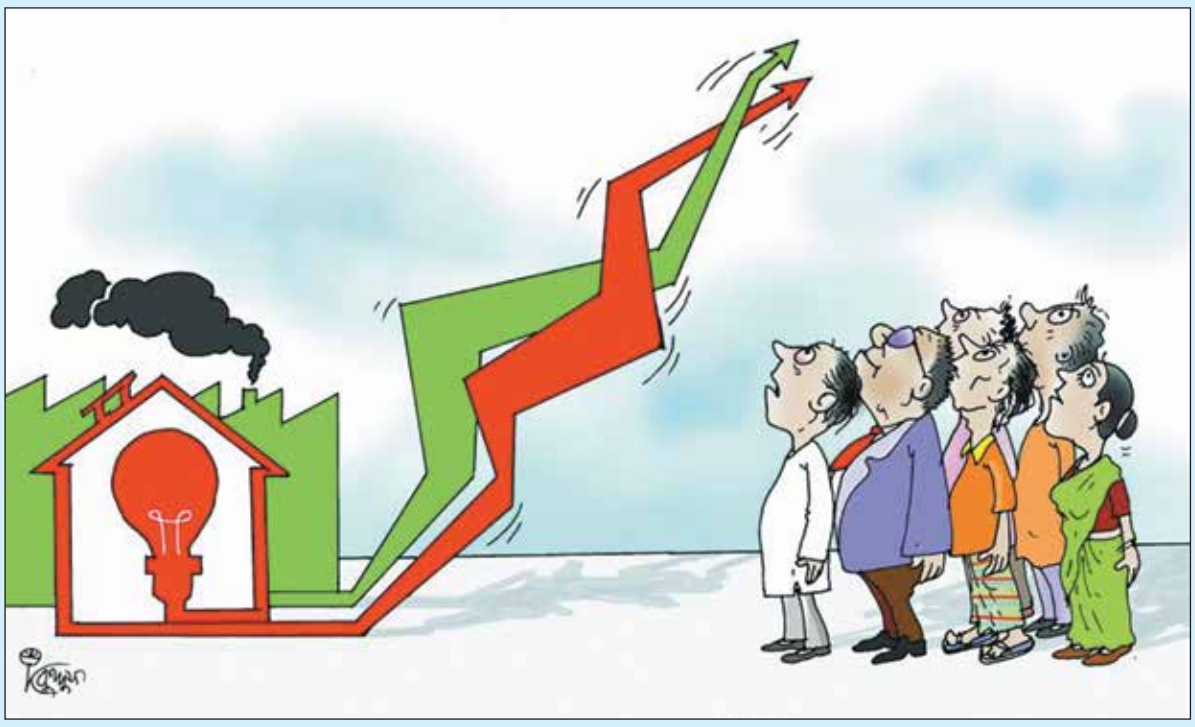

দাম আর মূল্যের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান। কোনো কোনো বস্তুর দাম কম হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অমূল্য হতে পারে। যেমন পানি। আবার কোনো বস্তু দামে চড়া হলেও বাস্তবজীবনে তার মূল্য যথেষ্ট কম হওয়ার উদাহরণও অনেক পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে প্রায় সবকিছুরই মূল্যের চেয়ে দাম নিয়ে চাপানউতোর বেশি চলে, যাকে বলে দামাদামি।

এটুকু উপক্রমনিকা। এরপর আসল প্রসঙ্গ। সেটি অবশ্যই বিদ্যুতের দাম। কারণ, কয়েক দিন আগে বিষয়টি নিয়ে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) গণশুনানি হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে হয়তো একটি আদেশও বিইআরসি দেবে। তাই এখনই এ নিয়ে আলোচনার সময়।

বিদ্যুতের দাম ও মূল্য :

বর্তমানে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বিতরণ কোম্পানি ভেদে কিছু কম-বেশি আছে। তবে প্রতি ইউনিটের (এক কিলোওয়াট ঘণ্টা) সর্বোচ্চ দাম ৭ টাকা ৮০ পয়সা। আর শিল্প প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে রিটার্ন ২৩ টাকা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারা আর না পারার মধ্যে ২৩ টাকা লাভ-লোকসান। বিদ্যুৎ দিতে পারলে ২৩ টাকা উপার্জন হবে। না দিতে পারলে হবে শূন্য।

শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সব ধরনের সামাজিক সূচকের উন্নয়নেও বিদ্যুতের অপরিসীম অবদান গবেষক-পণ্ডিতদের গবেষণায় প্রমাণিত। এমনকি বিদ্যুতের আলো মানুষকে ভূতের ভয় থেকেও মুক্তি দেয়। এই বিষয়গুলোর যথাযথ আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা হলে দামের চেয়ে বিদ্যুতের মূল্য যে অনেক বেশি হবে, তা বলাই বাহুল্য।

মূল্য বেশি বলেই দাম বাড়ানো হবে?:

না, বিষয়টি তেমন নয়। পানি জীবন বাঁচায় বলে পানির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীবনের দামের হিসাব কষা মোটেই কাজের কথা হতে পারে না। বরং দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে যে কারণগুলো দেখানো হয়, সেগুলোর যৌক্তিকতাই হতে পারে দাম বাড়ানোর ভিত্তি।

এই যৌক্তিকতা নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই দেখা দরকার প্রস্তাবকারী যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়বে বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত। যদি সেগুলো যৌক্তিক বিবেচিত হয়, তখন দেখতে হবে বাড়তি দাম কে দেবে।

গ্রাহক বাড়তি দাম দেওয়ার জন্য উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থানে আছে কি না, যদি না থাকে তাহলে কি রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি দেওয়া হবে? সাধারণত রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং গ্রাহক মিলেই বাড়তি দামের চাপ সামলে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহকের উপযুক্ততা যেমন বিবেচনার বিষয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভর্তুকি যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে গ্রাহকপ্রান্তের দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা কমিয়ে দেয় সেটি বিবেচনায় নেওয়া।

দাম বাড়ানোর যুক্তি আছে? :

এবারের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব এসেছে মূলত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) থেকে। তারা পাইকারি (বাল্ক) দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। বিতরণ কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব এসেছে পিডিবির প্রস্তাবের অনুষঙ্গ হিসেবে। শুনানিতে প্রতিটি বিতরণ কোম্পানি বলেছে যে, পাইকারি দাম না বাড়লে তাদেরও বাড়তি দামের দরকার নেই। সুতরাং বিষয়টি মূলত পাইকারি দাম বাড়ানোর। সেক্ষেত্রে পিডিবির যুক্তি হচ্ছে-২০১৭ সালের নভেম্বরে সর্বশেষ পাইকারি দাম বাড়ানোর সময় তাদের প্রকৃত চাহিদার চেয়ে ইউনিট প্রতি ৬০ পয়সা কম বাড়ানো হয়েছিল। ফলে পিডিবির যে ঘাটতি, তা সরকার অনুদান দিয়ে পূরণ করবে বলে আদেশ দিয়েছিল বিইআরসি।

এ ছাড়া আগামী বছর, ২০২০ সালে বিদ্যুতের চাহিদাও সরবরাহ বাড়বে। সঞ্চালনজনিত লোকসানসহ পাইকারি সরবরাহের ব্যয়ও বাড়বে। কাজেই পিডিবির রাজস্ব ঘাটতিও বাড়বে। তাই পিডিবি বাড়তি দাম চাইছে।

না বাড়ানোর যুক্তি কি? :

পিডিবি যেমন দাম বাড়ানোর যুক্তি দিয়েছে, তেমনি দাম না বাড়ানোর পক্ষেও যুক্তি আছে। প্রথম যুক্তি হচ্ছে– বিদ্যুতের উৎপাদন মূল্য কমিয়ে আনা। প্রায় তিন বছর আগে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়েছে। তারপরও গ্যাসের ঘাটতি থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব না হওয়ায় তেলচালিত কেন্দ্রে বেশি দামের বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রায় এক বছর হলো এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ শুরু হওয়ার পরও তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন তেমন কমানো হয়নি। হলে উৎপাদন ব্যয় কমতো। পিডিবির ঘাটতিও কম থাকত।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার ৬ই পৌষ ১৪২৬, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯

বিদ্যুৎ : ঘাটতি সমন্বয় ও অযৌক্তিক ব্যয়

অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম

এম শামসুল আলম

পাইকারি ও খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবগুলোর ওপর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) সম্প্রতি গণশুনানি শেষ করেছে। বিইআরসির কারিগরি কমিটির হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ৫ দশমিক ৭০ টাকা। কিন্তু ৪ দশমিক ৯০ টাকা থেকে ক্রমাগত কমতে থাকা পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার এখন ৪ দশমিক ৭৭ টাকা। ফলে বছরে ঘাটতি ৭ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা। তবে সে-ঘাটতি গণশুনানিতে ন্যায্য ও যৌক্তিক বলে প্রমাণ হয়নি। কারণ বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যয় ও ব্যয়বৃদ্ধি ন্যায্য ও যৌক্তিক না হলে আর্থিক ঘাটতির দাবি ন্যায্য ও যৌক্তিক হয় না।

মূল্যহার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিশ্চিতকরণে বিবেচ্য বিষয় : ১. উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর পরিশোধিত মূলধনের ওপর প্রদত্ত লভ্যাংশ ১২ শতাংশ। যেহেতু সরকার ব্যাংক আমানতের ওপর সুদ কমিয়েছে, সেহেতু সে লভ্যাংশ কমানো ২. সরকারি সংস্থা বিধায় আরইবি ও পিডিবির সেবা বাণিজ্যিক নয়, না লাভ, না ক্ষতিভিত্তিক ৩. মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চিয়তা ৪. সম্পদ যতটুকু ব্যবহার হয়, অবচয়-ব্যয় ততটুকুর ওপর ধার্য করা ৫. ভোক্তাদের মতে মূল্যহার নির্ধারণে গণশুনানি গুরুত্বহীন ৬. ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে বিইআরসির নিষ্ক্রিয়তা ৭. সরকারের নীতি ও কৌশল এবং অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি ৮. বিইআরসি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্যহার নির্ধারণ মানদণ্ড ৯. যৌক্তিকনীতি অনুসরণে মূল্যহার নির্ধারণে সততা/সুবিচার নিশ্চিত করা এবং ১০. সঠিক মাপে, মানে ও দামে ভোক্তার বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

কিন্তু মূল্যহার নির্ধারণে এসব বিবেচ্য বিষয় গুরুত্ব পায় না। এ সম্পর্কে গণশুনানিতে বলা হয় : (ক) জ্বালানি তেল ও এলপিজির মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসির, কিন্তু নির্ধারণ করে জ্বালানি বিভাগ ও এলপিজি ব্যবসায়ী (খ) নবায়ণযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ বিভাগ, কিন্তু এখতিয়ার বিইআরসির (গ) অব্যবহৃত/ স্বল্পব্যবহৃত হলেও সমুদয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ধরে অবচয় ব্যয় ধার্য করা হয় (ঘ) ২০১৭ সালে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশে গণশুনানিতে পেশকৃত ২৩টি সুপারিশের মধ্যে গৃহীত হয় ১টি (ঙ) ২০১৫ সালে গণশুনানিতে প্রমাণিত হয় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ঘাটতি ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ, চার্জ বৃদ্ধি করা হয় ২১ শতাংশ (চ) ক্যাবের পেশ করা কোনো অভিযোগ বিইআরসি নিষ্পত্তি করে না (যেমন, আরইবি ও পিডিরি'র সঙ্গে সামিটের দুটি সম্পূরক চুক্তি সম্পর্কিত অভিযোগ) (ছ) মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব মূল্যায়নে তথ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত (জ) ক্যাব কমিশনের তদন্তে প্রতীয়মান হয় – (১) মূল্যহার নির্ধারণে বিইআরসি পক্ষপাতহীন নয় এবং (২) বিইআরসির আদেশে বিইআরসি আইন উপেক্ষিত (যেমন– (১) তিতাসের ক্ষেত্রে সিস্টেমলস সুবিধা ২ শতাংশ, অন্যদের ক্ষেত্রে নয় এবং পরিশোধিত মূলধনে লভ্যাংশ তিতাসের জন্য ১৮ শতাংশ এবং (২) বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল নির্দেশনা পরিবর্তন করে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি) শুনানিতে এনভয় টেক্সটাইল মিলে গ্রিড বিদ্যুৎ মাসভিত্তিক বিঘ্ন ঘণ্টা দেখানো তথ্যদিতে দেখা যায়, মাসে বিদ্যুৎ বিঘ্ন গড়ে ৫৯ ঘণ্টা। এসবে বোঝা যায়, ভোক্তা যথাযথ দামে ও মানে বিদ্যুৎ পায় না।

বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যয় যৌক্তিক করার লক্ষ্যে পেশ করা প্রস্তাবগুলো : ১. যেহেতু ভাড়ায় আনা বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রদত্ত ক্যাপাসিটি চার্জেই চুক্তির প্রথম মেয়াদে স্থাপন খরচ উসুল হয়েছে, সেহেতু মূল্যহারে ওই চার্জ সমন্বয় না করা (তাতে বছরে সমন্বয় হবে ২ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা) ২. বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দহার ০ দশমিক ১৫ টাকা রহিত করা (সমন্বয় হবে ১ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা) ৩. পিজিসিবির মতে সঞ্চালনে সিস্টেমলস ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ, ৩ শতাংশ নয়, ফলে পাইকারি মূল্যহারে সিস্টেমলস ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ ধরা (সমন্বয় হবে ১১০ কোটি টাকা), ৪. সরকারি সেবাসংস্থা হিসেবে পিডিবির সেবা মুনাফামুক্ত ধরা (সমন্বয় হবে ৫০০ কোটি টাকা) এবং ৬. সরকারি নীতির আওতায় প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে দেয়া বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি সরকারি অনুদানে সমন্বয় করা (সমন্বয় হবে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা)। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনে অযৌক্তিক ব্যয় মোট ৮ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা। ঘাটতি ৭ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র

পরিশোধিত মূলধনের ওপর লভ্যাংশ ১২ শতাংশ হিসেবে বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জ ০ দশমিক ২৭৮৭ টাকা। ১৫ শতাংশ লভ্যাংশে প্রস্তাব ০ দশমিক ২৯৮০ টাকা। ক্যাবের প্রস্তাব লভ্যাংশ হ্রাস। বিদ্যমান লভ্যাংশে প্রস্তাব ০ দশমিক ২৯৬৩ টাকা। তাতে সমন্বয় হয় ১৩ কোটি টাকা। তাছাড়া পিডিবি ও আরইবি মুনাফামুক্ত। অথচ তাদের মুনাফা যথাক্রমে ০ দশমিক ১৫ ও ০ দশমিক ২২ টাকা। আবার ডেসকোর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ওপর লভ্যাংশ ১২ শতাংশ নয়, ১৫ শতাংশ। এসবে ক্যাবের আপত্তি রয়েছে। এসব ব্যয় যৌক্তিক হলে সমন্বয় হবে ১ হাজার ৮৮ কোটি টাকা। সরকারের সবার জন্য বিদ্যুৎ কর্মসূচি আরইবি বাস্তবায়ন করে। এতে আরইবি অমিতব্যয়ীভাবে সম্প্রসারণ হচ্ছে। ব্যয়হার বাড়ছে। এ ব্যয় কারিগরি বিবেচনায় যৌক্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক। তাই জনবল ও অবচয় বাবদ যৌক্তিক ব্যয়ের অধিক ব্যয় (প্রায় ৮০২ কোটি টাকা) সরকারি অনুদানে সমন্বয় হবে। ইউনিট প্রতি ঘাটতি সঞ্চালনে ০ দশমিক ০১৭৬ টাকা এবং বিতরণে উদ্বৃত্ত ০ দশমিক ০৪ টাকা। কিন্তু অযৌক্তিক ব্যয় ১৯০৩ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ সরবরাহে অযৌক্তিক ব্যয় (ভাড়ায় আনা বিদ্যুতে ক্যাপাসিটি চার্জ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ, সঞ্চালনে সিস্টেমলসজনিত উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি, উৎপাদনে পিডিবির মুনাফা, নীতিগত কারণে পাইকারি বিদ্যুতে মূল্যহার ক্ষতি, সঞ্চালন ও বিতরণে লভ্যাংশ বৃদ্ধি, বিতরণে পিডিবি-আরইবির মুনাফা এবং নীতিগত কারণে আরইবিতে জনবল ও অবচয় ব্যয়বৃদ্ধি যথাক্রমে ২ হাজার ১৭৬, ১ হাজার ৩০৫, ১১০, ৫০০, ৪ হাজার ৫০০, ১৩, ১ হাজার ৮৮, এবং ৮০২ কোটি টাকা) সর্বমোট ১০ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা ঘাটতিতে সমন্বয়ক্রমে পাইকারি ও খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার এবং সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি প্রতিরোধেও কিছু প্রস্তাব গণশানানিতে রাখা হয়েছে।

জ্বালানি উপদেষ্টা
কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

Chevron
human energy®

Largest producer of natural gas and condensate in Bangladesh

moving bangladesh
forward together

G Gas ভালো থাকুন ভালো রাখুন

বদলেছে পৃথিবী
বদলাচ্ছে
জ্বালানী

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বদলেছে বাংলাদেশ, বাড়ছে জ্বালানী চাহিদা। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এনার্জিপ্যাক নিয়ে এলো জি-গ্যাস এলপিজি।

আবাসিক
বাণিজ্যিক
ইন্ডাস্ট্রিয়াল
অটোগ্যাস

Member of WLPGA | A Product of Energypac

• সবসময় সবার হাতের নাগালে • সুদক্ষ ও সক্রিয় সেল্‌স, টেকনিক্যাল ও সার্ভিস টিম • অতুলনীয় ইউরোপিয়ান প্রযুক্তি • স্বয়ংক্রিয় মিগ ওয়েল্ডিং, জিংক কোটিং এবং পাউডার কোটিং পেইন্টের ব্যবহার • কম্পিউটারাইজ্‌ড ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল এবং এক্স-রে টেস্টিং • অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন (DOT-4BA-240) অনুসরণ করে সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং

বিস্তারিত জানতে ভিজিট: www.ggaslpg.com, /ggaslpg, ই-মেইল: lpg.info@energypac.com
হটলাইন: ০৯৬১২২০০১০০

সম্পাদকীয়

বিদ্যুতের দাম সহনীয় করতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন

আগামী বছরের মধ্যে সব ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা সফল করতে গ্রাহকের সক্ষমতা প্রয়োজন। বিএডিসি'র তথ্য অনুযায়ী এখনো দেশে ২০ ভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। শতভাগ বিদ্যুৎ পৌঁছাতে গেলে এই বিদ্যুৎ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাদের কেনার ক্ষমতা থাকতে হবে। যারা দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে, তাদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করতে হবে। তবেই শতভাগ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর উদ্যোগ প্রকৃত সাফল্য পাবে।

আর এজন্য দরকার দক্ষ ব্যবস্থাপনা। দক্ষ জ্বালানি ব্যবহারের দিকে এখনই নজর দিতে হবে। এর ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে, যাতে যথাযথ খরচে এটা পাওয়া যায়। বাড়তি অপ্রয়োজনীয় খরচের ভার যেন সাধারণ মানুষের পকেটে না যায়। যেন অকারণে শিল্প উৎপাদন খরচ বেড়ে না যায়। সেদিকে নজর দিতে হবে।

যখন বিদ্যুতের দাম কমানোর কথা, তখন আরও একদফা বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে। এখন আর সেই লোকসান নেই বিদ্যুতে। সরবরাহ কোম্পানিগুলো লাভের পর্যায়ে। তবে উৎপাদনে এখনো ভর্তুকি আছে। কারণ জ্বালানির দাম বেশি। আমদানি করা জ্বালানির কারণে প্রাথমিক জ্বালানির খরচ বেড়েছে। জ্বালানিতে একবার ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। আবার উচ্চমূল্যের আমদানির কথা বলে শেষ পণ্য বিদ্যুতের লোকসানের জন্য আবারও দাম বাড়ানো হচ্ছে। আমদানি করা জ্বালানির সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন জড়িত। ভর্তুকি প্রয়োজন হবে একবার। দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হবে একবার। কিন্তু দুই বার বাড়ানো হচ্ছে। গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে, দাম বেশি। একথা বলে গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে। আবার সেখানে ভর্তুকিও দেয়া হচ্ছে। একই সাথে উচ্চ মূল্যের গ্যাস আমদানির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়ছে বলে সেখানেও ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। আর এই ভর্তুকি কমাতে চাপ দেয়া হচ্ছে সাধারণ জনগণের ওপর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দক্ষতার সাথে এই জ্বালানির ব্যবস্থাপনা হলে দাম আরও কমে যেত।

দাম নিয়ে দামাদামি

১ম পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন স্থানে জরাজীর্ণ অবস্থায় কিছু তেলচালিত কেন্দ্র এখনো উৎপাদনে রাখা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এটা অপ্রয়োজনীয়। এগুলো অবসরে পাঠালে উৎপাদন ব্যয় কমতো। সর্বোপরি, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর প্রকৃত প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর বিবেচনায় নিয়ে 'মেরিট অর্ডার ডেচপাস' নীতি অনুসরণ করা হলে উৎপাদন ব্যয় কমতো। এই নীতি কতটা অনুসরণ করা হয়, তার প্রকৃত তথ্য থাকে পিজিসিবির আওতাধীন জাতীয় লোড ডেচপাস সেন্টারে। এই তথ্য সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয় না;

কিন্তু দাম সমন্বয়ের আইনি প্রক্রিয়ায় বিইআরসির উচিত সেই তথ্য চেয়ে এনে যাচাই করা। বিইআরসি প্রতিবার মূল্য সমন্বয়ের আদেশে পিডিবি এবং বিতরণ কোম্পানিগুলোর জন্য কিছু করণীয় (কমপ্লায়েন্স) নির্ধারণ করে দেয়। সেগুলো বাস্তবায়িত হয় কি-না সেটাও বিইআরসির দেখা উচিত।

এসব করেও যদি দেখা যায় যে দাম বাড়ানো দরকার তাহলে সরকার ভর্তুকি দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। কারণ বিদ্যুৎ এমন একটি পণ্য, যাতে এক টাকা ভর্তুকি দিলে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় চার টাকা জেনারেট হয়।

এর পরে আসতে পারে গ্রাহক পর্যায়ে বাড়ানোর প্রশ্ন। কেননা, গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির একটি 'চেইন অ্যাফেক্ট' আছে। জাতীয় অর্থনীতি ও জনজীবনের সব ক্ষেত্রে এই প্রভাব পড়ে।

মুক্তবাজার বনাম নিয়ন্ত্রিত দাম : মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। তবে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানি খাতে কখনোই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির যে স্তরে আমরা পৌঁছেছি এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানির দামের যে গতিপ্রকৃতি, তাতে এখন এই পদ্ধতি চালু করার সময় এসেছে।

আবার অনেকে মনে করেন, দেশে এখনো দারিদ্র্য এবং দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদের জন্য এখনো 'লাইফ লাইন' পদ্ধতি চালু রাখতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো 'মেরিট গুডস'-এর মূল্য নির্ধারণে 'মার্কেট প্রাইস' চালু করা হলে ওই শ্রেণির মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত (প্রাইস আউট) হতে পারেন। অথচ দরকার হচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করা।

তবে ক্রমান্বয়ে এই খাতেও মার্কেট প্রাইস পদ্ধতি অনুসরণের দিকেই যেতে হবে।

সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের কী হবে : বর্তমানে যারা সৌরবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল তাদের ব্যয় অনেক বেশি। সরকারি এক হিসাব অনুযায়ী, যারা সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহার করেন তাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ে ৭২ টাকা। সরকার অবশ্য তাদের গ্রিডের বিদ্যুতের আওতায় আনার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আরেক ধরনের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আছেন, যারা 'মিনি গ্রিড' - এর বিদ্যুৎগ্রাহক। তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ছে ৩০ টাকা। জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের তুলনায় প্রায় চারগুণ দাম দিয়ে তারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। তারা বিদ্যুতের বর্তমান দাম নির্ধারণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বাইরে পড়ে আছেন। তাদের এই বঞ্চনার অবসান দরকার।

দাম নির্ধারণে নতুন ভাবনা প্রয়োজন

ড. ইজাজ হোসেন

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য বা সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করে কার্যত সরকার। মূলত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে এই দাম নির্ধারিত হয়। ফলে জ্বালানি তেলের প্রকৃত দাম বা বিশ্ববাজারের দামের তুলনায় কখনো সরকার, আবার কখনো ক্রেতাসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে এসেছে।

জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের এই পদ্ধতিকে স্বচ্ছ বলা যায় না। কারণ এ পদ্ধতিতে ভোক্তার অজ্ঞাতসারে কিছু অন্যায্য শুল্ক ও কর আরোপের সুযোগ আছে। তাই সরকারের নির্ধারিত দাম ন্যায্য বলে মানুষ বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে। অধিকাংশ সময় শুধু এই অবিশ্বাসের ফলে সরকার যখন দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার প্রতিবাদ হয় বিক্ষোভে, বিবৃতিতে নানাভাবে।

এই সমস্যা এড়ানোর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো জ্বালানির দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি স্বচ্ছ করা। স্পষ্ট আইন-কানুনের অধীনে বাজারভিত্তিক দাম নির্ধারণের পথে যাওয়া। অবশ্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশে বাজারভিত্তিক দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কার্যকর করা সহজ নয়। তবে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের প্রতিবেশী ভারত এই গুরুত্বটা অনেক আগেই বুঝেছে। তাই তারা বাজারভিত্তিক দাম নির্ধারণের পদ্ধতি চালু করেছে। ফলে সেখানে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিয়ত জ্বালানির দাম সমন্বয় করা হয়। জ্বালানির দামের ওঠানামা নিয়ে গণমাধ্যমে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হয়। মানুষ বুঝতে পারে যে, তাদের দেশে জ্বালানি তেল পুরোটাই আমদানি করা। তাই বিশ্ববাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই দাম নির্ধারিত হবে। সরকারি ভর্তুকিতে এই খাত চলতে পারবে না। মানুষের কাছে পুরো বিষয়টিই পরিষ্কার থাকে। তাই সেখানে জ্বালানির দামের বিষয়ে আমাদের দেশের মতো প্রতিবাদ সহসা দেখা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক দাম নির্ধারিত না হওয়ায় দীর্ঘদিন জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকে।

ড. ইজাজ হোসেন

তারপর যখন বাড়ানো হয় তখন মানুষ মনে করে সরকার মানুষের ওপর আবার একটা করের বোঝা চাপাচ্ছে। সরকার ও দেশবাসীর মধ্যে একটা অনাস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

গ্যাসের দাম নির্ধারণেও বাজারভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম সরকারকে দেশের গ্যাসের একটা দাম নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের গ্যাসের সঙ্গে যে পরিমাণ আমদানি করা এলএনজি যুক্ত হবে তার ভিত্তিতে তিন-চার মাসের ব্যবধানে নিয়মিত দাম পুনর্নির্ধারণের পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত এলএনজির দাম উল্লেখ করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশের ক্ষেত্রগুলোতে গ্যাসের মজুদ, চাপ, উত্তোলন বাড়া-কমা প্রভৃতি তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে, যাতে মানুষ দেশের গ্যাস পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারে। মোট কথা, দাম বাড়ানো-কমানো যে স্বচ্ছ নীতির অধীনে করা হচ্ছে সে কথা যেন মানুষ বুঝতে পারে।

বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এর চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর ও একটু জটিল। কারণ বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের জন্য বিনিয়োগ, জ্বালানি খরচ এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় যুক্ত করতে হয়। তাছাড়া, উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে 'মেরিট বেইজড' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কি না, সম্ভাব্য সর্বনিম্ন দামে উৎপাদনের জন্য জ্বালানি মিশ্রণের সঠিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় কি না, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মান প্রভৃতিও হিসাবে নিতে হয়। সর্বোপরি গ্রাহকের স্বার্থ বিবেচনা বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো সবই রেগুলেটরি কমিশনকে বিবেচনায় নিতে হয়।

আমাদের দেশে বিদ্যমান অবস্থায় গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করে বিদ্যুতের সঠিক দাম নির্ধারণ করার জন্য রেগুলেটরি কমিশনের কতগুলো মৌলিক কাজ করা জরুরি। যেমন– বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের একটি বাস্তবানুগ পূর্বাভাস প্রণয়নের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। চাহিদা পূরণের জন্য যতটা উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন (রিজার্ভ মার্জিনসহ) সে অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান, যাতে এখনকার মতো প্রচুর পরিমাণে অলস উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি না হতে পারে। চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের উৎপাদন ঘাটতি যেমন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় তেমনি প্রচুর পরিমাণে অলস উৎপাদন ক্ষমতাও অর্থনীতি ও বিদ্যুৎ খাতের বাণিজ্যিক অগ্রতির সহায়ক নয়। স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে এমন পুরনো ও জরাজীর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র অবসরে পাঠানো বাধ্যতামূলক করে দেওয়া। কয়লাভিত্তিক আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল এবং আরএলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা, যাতে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দামের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দামের ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পর্কে পূর্বাভাস বা ধারণা দেওয়া। এটি বিশেষ করে বিনিয়োগকারী, শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের জন্য বেশি দরকারি। কারণ এটা তাদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনার সহায়ক হয়। সরকার তথা বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো, সর্বোপরি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের এ বিষয় অনেক দায়িত্ব পালন করার আছে।

অধ্যাপক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ও জ্বালানি গবেষক

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার ৬ই পৌষ ১৪২৬, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯

জ্বালানি ব্যবহারে দায়িত্বশীল হতে হবে

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীরবিক্রম
প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা

প্রশমন আমাদের কাজ না। এটা করবে উন্নত দেশগুলো। আমাদের দায়িত্ব খাপ খাইয়ে নেয়া। জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের দায় নেই বললেই চলে। সেজন্য প্রশমনের দায়িত্বটা উন্নত দেশের। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন অনেক উন্নত হয়েছে। আগের অবস্থানে নেই। অর্থ বাংলাদেশের জন্য এখন কোনো সমস্যা না। প্রয়োজনটা সহজভাবে মেটানোটাই কাজ। সমস্যা সমাধানে অর্থের জন্য ভয় পাওয়ার বাংলাদেশ এখন আর নেই। শুধু উপায় খুঁজতে হবে। সমন্বিতভাবে কাজ করলে সেই উপায় পাওয়া যাবে। অপচয় রোধ করতে হবে। ব্যক্তি থেকে এই উদ্যোগ নিতে হবে। বাড়ির নকশা ও বিল্ডিং কোডে পরিবর্তন আনতে হবে। তবে তা জোর করে নয়, মানুষকে পরামর্শ দিতে হবে। সূর্যের আলো বেশি ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, গ্যাস আমদানিতে পরিমাণ কোনো বিষয় নয়। যদি ১০ কোটি ঘনফুট আমদানি করতে হয়, যদি তার জন্য ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। কারণ যখন জ্বালানির ঘাটতি মিটবে তখন আয় বাড়বে। তিনি বলেন, 'এনার্জি বাংলা'র যে উদ্বোধনী সংখ্যা দেখলাম তা খুব সুন্দর হয়েছে। এর রং, নকশাসহ সার্বিকভাবে প্রশংসার যোগ্য। দৈনিক খবরের পাশাপাশি বিশ্লেষণ, উদ্ভাবন ও পরামর্শমূলক লেখা প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, বিশ্বে কোথায় কী হচ্ছে, কোন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, কোন নতুন উদ্ভাবন দিয়ে কারা কেমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা এনার্জি বাংলায় লেখা হলে ভালো হবে।

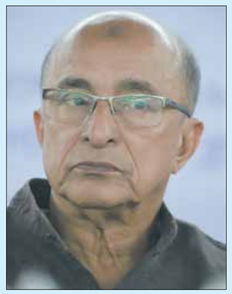
ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী

নসরুল হামিদ
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

(দেশে না থাকায় 'এনার্জি বাংলা'র প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন। তার অংশ তুলে ধরা হলো।)

'এনার্জি বাংলা' পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রকাশনা উপলক্ষে 'জ্বালানি ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা : গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন সময়োচিত এবং প্রাসঙ্গিক।

নসরুল হামিদ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে ২০০৬ সাল থেকেই এনার্জি বাংলা অনলাইন পোর্টাল হিসেবে দায়িত্বশীল অবদান রেখেছে এবং রাখছে। পাক্ষিক হিসেবেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম অসাধারণ অবদান রাখে। বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক সমালোচনা সরকার ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক। গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকা দেশের অব্যাহত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আমি আশা করি, এসব বিষয় চিন্তা-চেতনায় রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করতে পাক্ষিক 'এনার্জি বাংলা' আরও আন্তরিক হয়ে কাজ করবে।

পাক্ষিক 'এনার্জি বাংলা'র সাফল্য কামনা করছি।

ম তামিম
উপ-উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের তথ্যের খুবই অভাব। একটি তথ্যকেন্দ্র দরকার কিন্তু তা হচ্ছে না। এনার্জি বাংলা যদি করে তবে অনেক ভুল কমে আসবে। যদিও কাজটি খুবই কঠিন। আমরা কোনো কিছু পর্যালোচনা করে সেই মতো কাজ চালিয়ে যাই। কিন্তু দেখা যায়, কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রেক্ষাপট বদলে যায়। তথ্য হালনাগাদ হয় না বলে এটা হয়। তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা না করলে আমরা পিছিয়ে যাব। ২০১০ সালের চাহিদার যে ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা হয়েছিল, আজ সেভাবে করলে হবে না। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সারাক্ষণ

ম তামিম

খেয়াল রাখতে হবে। তাই তথ্য হালনাগাদ করা খুব দরকার। এক্ষেত্রে এনার্জি বাংলা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, একটা সময় সবাই বলেছিল উত্তরবঙ্গ মরুভূমি হয়ে যাবে। কিন্তু সামাজিক বনায়ন নিয়ে ব্যাপক প্রচারের ফলে সেটা ঠেকানো গেছে। তাই দায়িত্বশীল জ্বালানি ব্যবহার প্রচারণার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েও করা যায়। যথেষ্ট প্রণোদনা দিয়েও ব্যবহার কমানো যায়। তিনি এনার্জি বাংলা অনলাইনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সাগর সরওয়ারকে স্মরণ করেন।

ড. ইজাজ হোসেন
অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

'এনার্জি বাংলা'র নতুন প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশের সাংবাদিকদের এনার্জি বিষয়ে জ্ঞান খুবই উচ্চমানের। বর্তমানে এনার্জির সঙ্গে পরিবেশ যুক্ত হওয়ায়

ড. ইজাজ হোসেন

মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুতের ব্যবহার কমেছে। আমি জানি না, কেন এমনটা হলো। কেন গ্যাসের ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে? কেন শিল্পে ক্যাপটিভ করছে? এটা কতখানি দায়িত্বশীলতা বহন করে। আগে যারা বলতেন গ্যাস নাই, তারাই এখন বলছেন সরকার কোন চক্রের বলে গ্যাস আমদানি করছে। এখন নতুন পিএসসিতে রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়েছে। এটা কতটুকু দেশের স্বার্থে হয়েছে তা আলোচনার দাবি রাখে। আগেও রপ্তানির সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছিল। তখন সেটা করলে আজ এগিয়ে অনুসন্ধান এগিয়ে থাকতো। চুক্তি পর্যাপ্ত আর্থিক উদ্দীপক না থাকলে কেউ অনুসন্ধান করতে বিনিয়োগ করবে না। দাম রিভিউ করতে হবে। ২০০৩-০৪ সালে এই সুযোগ থাকলে এখন দেশে অনেক অনুসন্ধান হতো।

মো. হেলাল উদ্দিন

মো. হেলাল উদ্দিন
চেয়ারম্যান, প্রেডা

সচেতনভাবে জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। এতে ভোক্তার খরচ কমবে। এ জন্য সচেতন হতে হবে। আর এই সচেতনতায় গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্প জ্বালানি ব্যবহারের বড় খাত। শিল্পে পরিকল্পিত জ্বালানি ব্যবহার করে আমরা সাশ্রয় করতে পারি। জ্বালানি সাশ্রয় দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এতে পণ্য উৎপাদনকারীর যথেষ্ট খরচ কমবে।

রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ৭ই ডিসেম্বর এনার্জি বাংলার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি : এনার্জি বাংলা

'এনার্জি বাংলা' প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও 'জ্বালানি ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা: গণমাধ্যমের ভূমিকা' বিষয়ক সেমিনারে অতিথিদের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অংশ তুলে ধরা হলো।

এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) ও জিআইজেড

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র করা যত কঠিন, তার চেয়ে ১০ গুণ কঠিন কাউকে দায়িত্বশীল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। অনেকেই বিলাসি ব্যবহার করেন। যেটা উচিত নয়। তাই মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

'এনার্জি বাংলা'র এই উদ্যোগ ব্যতিক্রমী ও অত্যন্ত সুন্দর। দীর্ঘদিন 'এনার্জি বাংলা' অনলাইনে কাজ করে আসছে। তার ধারাবাহিকতা এই পাক্ষিক। তিনি বলেন, আমরা এনার্জি ইফিসিয়েন্ট সামগ্রী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমাতে পারি। কিন্তু যদি ১০টার জায়গায় ৩০টা ব্যবহার করি তখন দায়িত্বশীলতার ব্যাপার আসে। যদি জেনে-শুনে অপচয় করি সেখানে দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন আসে। দায়িত্বশীল হলে ভোক্তা নিজে এবং দেশ লাভবান হবে।

মোহাম্মদ হোসাইন

অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের উদ্ভাবনী হতে হবে। জ্বালানি সাশ্রয়ী হতে হবে। নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে রাখা যায় কি-না, তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন তিনি।

সিদ্দিক জুবায়ের
সদস্য, প্রেডা

মানুষের জন্য দরকারি, বোধগম্য, জীবনধর্মী তথ্য ও ফিচার হলে কাগজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

হুমায়ুন রশিদ
ভাইস চেয়ারম্যান, বিপপা

গত ১০ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা স্বাধীনতার ৪৬ বছরে হয়নি। উৎপাদন, সঞ্চালনা, বিতরণ সব খাতে উন্নতি হয়েছে। বেসরকারি খাতকে সরকার

হুমায়ুন রশিদ

উৎপাদন করতে হবে। গণমাধ্যমে এসব বিষয়ে জনগণের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

মকবুল-ই এলাহী
জ্বালানি গবেষক ও সাবেক পরিচালক পেট্রোবাংলা

২০০৪-০৫ সালের দিকে আমরা ভেবেছিলাম গ্যাস রপ্তানি করব। না হলে মাটির নিচেই সব শেষ হয়ে যাবে। এর কোনো মূল্যই থাকবে না। অথচ ২০১৭ সাল থেকে গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। এখন ৬০ কোটি ঘনফুট

সিদ্দিক জুবায়ের

অরুণ কর্মকার
উপদেষ্টা সম্পাদক, এনার্জি বাংলা

সচেতন হলে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব। ব্যক্তি থেকে শিল্প উদ্যোক্তা সকলকে জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। শিল্পে অনেক খাত আছে যেখানে অপচয় হচ্ছে। সেই অপচয় রোধে এগিয়ে আসতে হবে। এই অপচয়ের পরিমাণ অনেক। তিনি এনার্জি বাংলা প্রকাশনায় সহায়তা করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। যদি পাইপ লাইন ঠিক থাকত তবে এখনই ১০০ কোটি ঘনফুট আনা হতো। আট ডলার প্রতি হাজার ঘনফুট হলে ৫০ কোটি ঘনফুটের দাম পড়ে ১.৪৭ বিলিয়ন। ২০৩০ সালে যদি ৩০০ কোটি আমদানি করতে হয় তখন দাম পড়বে কত? এবং অর্থনীতির ওপর কতটা চাপ পড়বে? এগুলো আমাদের এখনই ভাবতে হবে।

বদিউল আলম
সিনিয়র সাংবাদিক

জ্বালানি উন্নয়নের প্রতীক। সেই জ্বালানি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। যত ক্ষেত্রে জ্বালানির ব্যবহার আছে, সব পরিকল্পনা যথাযথ হতে হবে। যদি পরিকল্পতিভাবে বাড়ির নকশা করা হয়, তবে অনেক জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণের অভাবেই অপচয় বেশি হয়। বাড়ির নকশার কারণে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এসব আমাদের নজরে আনতে হবে। তিনি এনার্জি বাংলার জন্য শুভ কামনা জানান।

শাহনাজ বেগম
সিনিয়র সাংবাদিক

জ্বালানি সাশ্রয় নিয়ে বড় পেক্ষাপটে আলোচনা হওয়া উচিত। উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও ব্যবহার সবখাতেই সাশ্রয়ী হতে হবে।

রফিকুল বাসার
সম্পাদক, এনার্জি বাংলা

বিদ্যুৎ, জ্বালানির ব্যাপ্তি এখন অনেক। এর পরিধি বাড়ছে। বাড়ছে বিনিয়োগ। দেশের প্রত্যেক মানুষের দোড়গোড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। সেই কাজে সুন্দর ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি।

মকবুল ই এলাহী

বদিউল আলম

শাহনাজ বেগম

প্রকৌশলী তৌফিক রহমান
সহকারী পরিচালক, স্রেডা

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ছোট ছোট সচেতনতাতে বড় সাশ্রয়ী হয়। সাশ্রয়ী লাইট ব্যবহার করতে হবে। অদক্ষ ইটভাটা সরিতে দক্ষ করতে হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা বাড়াতে হবে। জ্বালানি সাশ্রয়ী ভবন নির্মাণ করতে হবে। জনগণকে সচেতনতার জন্য নানা কর্মসূচি নিতে হবে।

গ্রন্থনা : জান্নাতুল ফেরদৌস

এনার্জি বাংলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অতিথিদের কিছু খণ্ড চিত্র। ছবিগুলো তুলেছেন এনার্জি বাংলার প্রধান চিত্রগ্রাহক মো. মহসিন

উন্নয়নে খরচ : দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যুতের দাম

রিতু শর্মা

রিতু শর্মা

বিদ্যুতের ঘাটতি বা এ খাতের বিশৃঙ্খলা যে কোনো দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই বিশ্বের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি লোক বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে বসবাস করে। আবার, যারা গ্রিড বিদ্যুতের আওতায় আছেন তাদের অনেকেই ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মুখোমুখি হন।

এমতাবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পটভূমিতে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির ওপর চলুন দৃষ্টিপাত করা যাক।

দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ– আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ লোক এই আটটি দেশের বাসিন্দা। গত দশকে এই অঞ্চলে বছরে ৫ থেকে ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জ্বালানি সংস্থান এবং ব্যবহারের ধরনের ভিন্নতাকে হিসাবের বাইরে রেখেই কেবল ‘বিদ্যুতের বাজারের আকার এবং জটিলতা, জ্বালানি আধিপত্য এবং বাজারের পরিপক্বতার মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এ দেশগুলোতে বিদ্যুতের আলাদা আলাদা মূল্য কাঠামো গড়ে উঠেছে।

উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তান মূলত কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর বেশি নির্ভরশীল। অন্যদিকে নেপাল এবং ভুটান জলবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। আবার, বাংলাদেশ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। তবে এখন আমদানি নির্ভরতা বাড়ছে। শ্রীলঙ্কার নির্ভরশীলতা মূলত বায়োমাস, পেট্রোলিয়াম এবং জলবিদ্যুৎ। মালদ্বীপ তার নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে ডিজেলের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, এতদাঞ্চলজুড়ে, বিদ্যুতের ব্যবহারের পরিমাণ ও ধরনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৈচিত্র্যময়। যেমন- মালদ্বীপের ক্ষেত্রে বার্ষিক জ্বালানি খরচ মাত্র ০.১৭ এমটিওই (মিলিয়ন টন অয়েল ইক্যুইভেলেন্ট) আর ভারতের জন্য এটি ৪৩২.২ এমটিওই। তবে, মাথাপিছু জ্বালানি খরচের হিসাবে এ অঞ্চলের গড় সারাবিশ্বের গড়ের তুলনায় বেশ কম।

কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই বিশ্বের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি লোক বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে বসবাস করে

এ পরিস্থিতিতে, এই খাতে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম যৌক্তিক রাখাটা জরুরি। বিদ্যুতের বর্ধিত রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ আরও টেকসই দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনায় ব্যয় করা যেতে পারে। আবার, এ অতিরিক্ত রাজস্ব দীর্ঘমেয়াদি ও নির্ভরযোগ্য গ্রিড সিস্টেম বিনির্মাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা এই ৬টি দেশ ইতিমধ্যে বিদ্যমান সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি থেকে সরে আসতে পেরেছে, যা কিনা মূল্য নির্ধারণে এখন ন্যূনতম স্বচ্ছতার আশ্বাস দেয়। যদিও, এই দেশগুলোতে

মূল্য নির্ধারণের জন্য নিয়ন্ত্রকরা এখনো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না। অনেক দেশ এখনো বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে, গ্রাহকদের একাংশের লাভের হিসাব করে মূল্য নির্ধারণ করে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার ও সরবরাহের ভোল্টেজ অনুযায়ী বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশের ওপর আলোকপাত

আপনি যদি বিদ্যুৎবিহীন কোনো গুহাবাসী না হয়ে থাকেন, তবে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি ৫.৩ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধির খবর আপনার জানার কথা। আর ইউনিটপ্রতি ০.৩৫ টাকা বৃদ্ধির এ ধাক্কাটা বিতরণ সংস্থা নয় বরং ভোক্তার ওপরেই পড়বে।

২০১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারায় তাদের প্রায় ৮০ বিলিয়ন টাকা ভর্তুকি প্রদান করে, যা সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক বেমানান। সরকারি ভর্তুকি দেওয়ার এ প্রথা এখনো চালু আছে। কখনো কখনো এ ভর্তুকির পরিমাণ পিডিবির বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ দখল করে ফেলে! তবুও পিডিবি এই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পথেই হেঁটেছে!

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) নতুন করে মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে। বিইআরসি চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম বর্ধিত মূল্য নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, বিতরণ সংস্থাগুলোর বর্ধিত ব্যয় বিবেচনা করে খুচরা দামে সামঞ্জস্য করা হচ্ছে। বিষয়টিকে অন্য কথায় বলা যায় যে, এই বর্ধিত অর্থ শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোক্তা বা ব্যবহারকারীকেই বহন করতে হবে, বিতরণ সংস্থাগুলোকে নয়। বিইআরসির এহেন পদক্ষেপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক মহলের কাছে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত দশকে প্রতি মাসে গড়ে একটি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ বেসরকারি। দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৭ হাজার ৮৪০ মেগাওয়াট এবং ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৪ হাজার মেগাওয়াট পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ তার রফতানিমুখী অর্থনীতিকে সচল ও আরও গতিশীল করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতিকে দরিদ্র-বণ্টন অবকাঠামো এবং জ্বালানি মিশ্রণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরনের মধ্যে অমিলের কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়। সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে সবসময় আগ্রহী দেখা গেছে। কিন্তু এদিকে, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামো না হওয়ায় উৎপাদিত সমস্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারছে না। বাংলাদেশের সরকারি নথি অনুসারে, মোট ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৯.৬ মিলিয়ন মানুষ এখনো বিদ্যুৎ সেবার আওতার আসতে পারেনি। এমনকি, যারাও বা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আছে তারাও লোড-শেডিং বা কম ভোল্টেজ সমস্যার মুখোমুখি হন।

কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) দাম বৃদ্ধির জন্য সরকারকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং বিইআরসির গনশুনানির বিষয়টি প্রহসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার উচ্চ ক্ষমতার বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র। এই উপকেন্দ্র দিয়ে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনা হয়

ভারতে বিদ্যুতের মূল্য পরিস্থিতি

ভারতের বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে। বিদ্যুৎ খাতটি কেন্দ্র এবং দেশের রাজ্য সরকার উভয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য তাদের বিদ্যুৎ খাতের জন্য নানান ধরনের সংস্কার করেছে। উড়িষ্যাই প্রথম ভারতীয় রাজ্য, যারা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারীকরণ করেছিল। রাজধানী দিল্লি দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণকে বেসরকারীকরণ করে। অবশ্য, অনেক রাজ্যই বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এ ধরনের বেসরকারীকরণ করেনি; কোনো কোনো রাজ্য বিকল্প হিসেবে করপোরেট ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর মতো কোথাও কোথাও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এই সেবা নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মূল্য নির্ণয় পদ্ধতিবিষয়ক নিয়ম এবং নির্দেশিকা তৈরি করে। এগুলোর প্রায়োগিক পদ্ধতি নিয়েও আলোকপাত করে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলো এই নির্দেশিকা বা নিয়ম কাঠামো অনুসরণ করে। এর উপর ভিত্তি করে শুনানির আয়োজন করে। এবং যথারীতি জনগণের শুনানির পরে, মূল্য নির্ধারিত করে। অনেক রাজ্য প্রতি বছর মূল্যহার পুনর্বিবেচনা করে। তবে আসাম, মধ্য প্রদেশ এবং তামিলনাড়ু জ্বালানির খরচ প্রাক্কালন করে প্রতি তিন বছরে মাত্র একবার মূল্য সংশোধন করে।

সাংবাদিক, মুম্বাই, ভারত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী-
‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষ্যে আমাদের লক্ষ্য :

১. ‘‘মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ’’ হিসেবে পালন; ২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা;
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে ‘আলোর ফেরিওয়ালা’ কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের ‘উঠান বৈঠক’ জোরদার করা;
৫. ‘আমার গ্রাম – আমার শহর’ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;
৬. ‘‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স’’ নীতি জোরদার করা;
৭. ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে ‘পেপারলেস অফিস’ চালু করা;
৮. ‘তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’ অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা;
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ - ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড
Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL)
(An Enterprise of Government of the People's Republic of Bangladesh)
Working to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Matarbari 2x600 MW USC Coal Fired Power Plant
মাতারবাড়ী ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র

www.cpgcbl.gov.bd
ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৭), ১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭, (ফোনঃ +৮৮০২-৯৩৩৮৫২১, +৮৮০২-৫৫১৩৮৬৪৫)
Unique Heights (Level-17), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton, Dhaka-1217 (Fax: +880-9348306)

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শনিবার ৬ই পৌষ ১৪২৬, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯

সংক্ষিপ্ত খবর

দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমেছে

মঙ্গলবার, ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৯

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, দেশের দারিদ্র্য হার সাড়ে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৮ সালের জুন মাস শেষে এই হার ছিল ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। এ দিকে গত জুন শেষে অতি দারিদ্র্য হার নেমেছে সাড়ে ১০ শতাংশে। এক বছর আগে এর হার ছিল ১১ দশমিক ৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস) ২০১৬ সালের খানা ব্যয় ও আয় জরিপের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাব করেছে।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে, দৈনিক ১ ডলার ৯০ সেন্ট আয় করতে পারলে ওই ব্যক্তিকে দরিদ্র হিসাবে ধরা হয় না।

বিবিএস সূত্র জানায়, গত ১০ বছরে প্রায় এক কোটি মানুষ হতদরিদ্র অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি ৪৬ লাখ মানুষ আছে। দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে সোয়া তিন কোটি মানুষ।

স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে এ দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষই হতদরিদ্র ছিল। তখন হতদরিদ্রের হার ছিল ৪৮ শতাংশ। আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত সাড়ে ৮২ শতাংশ মানুষ।

সামিট পেল আইসিএমএবি পুরস্কার

রোববার, ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৯

সামিট পাওয়ার লিমিটেড বিদ্যুৎ উৎপাদন বিভাগে আইসিএমএবি সেরা করপোরেট পুরস্কার ২০১৮-এ প্রথম হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে একটানা সপ্তমবারের মতো সামিট পাওয়ার এই পুরস্কার পেল।

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান এই পুরস্কার বিতরণ করেন। সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহম্মদ আজিজ খান পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আইসিএমএবির সিএবিসি কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ এফসিএমএ, কমিশনার ড. এম খায়রুল হোসেন এবং আইসিএমএবির সভাপতি এম আবুল কালাম মজুমদার এফসিএমএসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জ্বালানির দামে স্বস্তির আভাস

৮ পৃষ্ঠার পর

২০১৮ সালে সমাপনী দাম ছিল ৬৪ দশমিক ৯০ ডলার। ২০১৭ সালে ছিল ৫০ দশমিক ৮৪ ডলার। ২০২০ সালেও তেলের দাম এই তিন বছরের ওঠা-নামার মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর। মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৭ শতাংশই উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। ফার্নেস অয়েল থেকে হয় প্রায় ২৩ শতাংশ। ডিজেল থেকে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। আমদানি হয় প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ। অবশিষ্ট উৎপাদন হয় কয়লা ও জলবিদ্যুৎ থেকে।

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি আমদানিকৃত এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারি খাতে দৈনিক ৫০ কোটি ঘনফুট এবং বেসরকারি খাতে দৈনিক আরও ৫০ কোটি ঘনফুটের সমপরিমাণ এলএনজি আমদানি ও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের সমতা তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে দৈনিক গড়ে ৬০ কোটি ঘনফুটের মতো।

হেনরি হাব ন্যাচারাল গ্যাস প্রাইস চার্ট অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজির দাম কমের দিকে আছে। এই চার্ট অনুযায়ী চলতি ডিসেম্বর (২০১৯) মাসে প্রতি এমএমবিটিইউ (মিলিয়ন মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট) এলএনজির দাম রয়েছে ২ দশমিক ২৯ মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৩ দশমিক ৩০ ডলার। ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ছিল ৩ দশমিক ৮৫ ডলার। অবশ্য এশিয়ার বাজারে এলএনজির দাম কিছুটা বেশি। নিকি এশিয়ান রিভিউর তথ্যানুযায়ী ২০১৮ সালের শীতকালে প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির দাম ছিল ১০ ডলারের বেশি। এবারের ডিসেম্বরে এই দাম নেমে এসেছে ৫ দশমিক ৭০ ডলারে। উল্লেখ্য, শীতে গ্যাসের চাহিদা বেড়ে যায়। তাই দামও বাড়ে।

গত অক্টোবরে প্রকাশিত মরগান স্ট্যানলির এক সমীক্ষা প্রতিবেদনেও বিশ্বব্যাপী এলএনজির উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দাম কমে আসার কথা বলা হয়েছিল। এলএনজির দাম পরিস্থিতির এই পূর্বাভাসও আমাদের দেশের জন্য স্বস্তিকর।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম প্রায়ই ওঠানামা করে। এই মুহূর্তে অনেক দেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলএনজি উৎপাদন শুরু করেছে। উৎপাদনের পাশাপাশি ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। এর ফলে এলএনজির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। একই সময়ে সরবরাহও বাড়ছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে এলএনজি আমদানিকারক হিসেবে নাম লিখিয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার না হওয়ায় এলএনজি নির্ভরতা বাড়ছে। সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি সরবরাহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সহায়ক হবে বলে নীতি নির্ধারকরা মনে করছেন। আন্তর্জাতিক বাজারের পূর্বাভাসে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

বায়ুদূষণে বছরে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যু

বুধবার, ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশে প্রতি বছর এক লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ বায়ুদূষণের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। যদি দূষণ কমানো না হয়, প্রতি বছরই মৃতের এ সংখ্যাটা বাড়তে থাকবে। বায়ুদূষণের ফলে শিশু মৃত্যুর হার বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ইটের ভাটা, অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণকাজ, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও আবর্জনা পোড়ানোসহ নানা কারণে এ অবস্থার তৈরি হয়েছে।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) নিজস্ব কার্যালয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করে এই তথ্য জানিয়েছে। এ সময় পবার চেয়ারম্যান আবু নাসের খানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইপিআরআই'র প্রেসিডেন্ট ড. আরশাদ মনসুর

ড. আরশাদ মনসুর

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রিক পাওয়ার রিসোর্স ইনস্টিটিউটের (ইপিআরআই) প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ড. আরশাদ মনসুর। ১লা জানুয়ারি ২০২০ থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে ইপিআরআইর পরিচালক ছিলেন। তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাইকেল হাওয়ার্ডের স্থলাভিসিক্ত হবেন।

বাংলাদেশের কৃতী প্রকৌশলী। বুয়েট থেকে স্নাতক। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। আরশাদ মনসুর জ্বালানি গবেষণায় বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছেন। প্রযুক্তি ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই তার অবদান আছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাওয়ার্ড বলেছেন, মনসুর বিদ্যুৎ খাতে গবেষণায় বিশ্ব নেতৃত্ব পর্যায়ে রয়েছেন। এ নিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

আরশাদ মনসুর বিদ্যুৎশিল্পের বিকাশ নিয়ে ২৫ বছরেরও বেশি গবেষণা করছেন। তিনি অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈদ্যুতিক প্রকৌশলের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং হার্ভার্ডের এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম এবং এমআইটি রি-অ্যাক্টর প্রযুক্তি কোর্স করেছেন। ইলেকট্রিক পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনা করে। ইপিআরআই একটি স্বতন্ত্র, অলাভজনক সংস্থা। ৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিচালনা হচ্ছে। এর প্রধান অফিস এবং পরীক্ষাগার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পালো অল্টোতে।

অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়ন

৮ পৃষ্ঠার পর

আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। কারণ বসবাসের জন্য আমাদের রয়েছে একটিমাত্র পৃথিবী। কোনো জাতি কিংবা কেউই এর থেকে রেহাই পাব না। এ অবস্থা চলতে থাকলে, আজ হোক কাল হোক আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'এই অবস্থায় বাংলাদেশ তার সীমিত সম্পদ নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এ কাজটি করছে পরিকল্পিতভাবেই। কারণ এর কোনো বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করেই বাংলাদেশ ৮ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। এটা অর্জন করতে হচ্ছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করার জন্য।

গত এক দশক ধরেই অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য বাংলাদেশ নিজস্বভাবে প্রতি বছর ১০০ কোটি মার্কিন ডলার করে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়ে আসছে। খুব অল্প কিছু দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে ৬০ লাখ সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করেছে। ৪০ লাখ উন্নত রান্নার চুলা বিতরণ করা হয়েছে। জ্বালানি, পরিবহন ও শিল্প খাত থেকে কার্বন নির্গমন কমাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুটি বিষয় এখন বড় হয়ে উঠেছে। একটা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে যারা দায়বদ্ধ, তারা কী বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার মতো কার্বন নির্গমন হ্রাস করছে? আর একটা হলো, যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে, তারা কী পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পাচ্ছে? দুটিরই উত্তর না।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অর্থ সহায়তা দিতে একটি আলাদা তহবিল গঠনের জোরালো দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো।

অর্থায়নের জন্য গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের আওতায় আলাদা তহবিল গঠনের দাবি জানানো হয়েছে দুটি কারণে। একটি হচ্ছে– জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষয় হচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য।

ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বক্তব্য হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এ জন্য বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি। এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো আর কত ঝুঁকি হ্রাস করবে। এসব দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অবকাঠামো ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি বিপদাপন্ন দেশগুলো কীভাবে কাটিয়ে উঠবে। উন্নত দেশগুলোর কাছে বিপুল সম্পদ আছে, তা দিয়ে তারা তাদের দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

এ বছর ফ্লোরিডায় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে যে ৬৮ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্র সহজেই কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু এ বছর বাংলাদেশের যে দুটি প্রলয়ঙ্করি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে, তার ক্ষতি কীভাবে দেশ কাটাবে। মূলত 'লস অ্যান্ড ডেমেজে'র এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিপদাপন্ন দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের ক্ষতি বেশি হচ্ছে। এ বছরই দুটি বড় ঘূর্ণিঝড় আমাদের ওপর আঘাত হেনেছে। এ জন্য আমরা ক্ষতিপূরণ চাই। সেই সঙ্গে আমরা উন্নত দেশগুলোর কার্বন নির্গমন কমানোরও দাবি জানাচ্ছি।

পৃথিবীতে যেভাবে কার্বন নির্গমন হচ্ছে, তাতে এটা ধ্বংস হতে বেশি সময় লাগবে না। আমাদের দেশে ১৮ কোটি মানুষ। অন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চেয়ে আমাদের দেশে বেশি মানুষ বসবাস করে। ফলে দুর্যোগের কারণে আমাদের ক্ষতি বেশি হচ্ছে। তাই আমরা অর্থ সহায়তা পেলে আরও বেশি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করতে পারব। ক্ষতিগ্রস্তদের জলবায়ু সক্ষম ঘর তৈরি করে দিতে পারব। আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে আমরা আরও ভালোভাবে দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে পারব। তাই দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস করতে আমাদের প্রতি উন্নত দেশগুলোর সহায়তা বাড়াতে হবে।

এবারের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল কার্বন মার্কেটিং। এ নিয়ে ভিন্নমত উপস্থাপন করেছেন অনেকে। চাইলেই কার্বন মার্কেট হবে না। এই মার্কেট তৈরির টাকা দেবে কে? কারা এই বাজার তৈরি করবে, বাজার কীভাবে স্থিতিশীল হবে, এই বাজার থেকে কারা লাভবান হবে– এসব বিষয় থেকেছে আলোচনার মূলে। বাংলাদেশ এই বাজার থেকে কতটা লাভবান হবে? এই মার্কেট থেকে গরিবের লাভ হবে না। যাদের টাকা আছে তারাই লাভবান হবে। আর লাভবান হবে যারা বেশি কার্বনদূষণ করে, যাদের সক্ষমতা আছে। কারণ তারাই কার্বন বিক্রি করতে পারবে। বাংলাদেশ তো কার্বনদূষণ বেশি করে না, তাহলে বাংলাদেশ কীভাবে কার্বন বিক্রি করবে? চীন, ভারত বেশি কার্বনদূষণ করে। ফলে কার্বন কেনাবেচা থেকে বেশি সুফল তারাই পাবে।

Dominate Poles Ltd.

Head Office: Flat # 5B, House # KA11/2A, Haveli Center
Bashundhora, Main Road
Baridhara, Dhaka-1229
E-mail: info@dominatepoles.com
www.dominatepoles.com
Factory: Muchkuri (Biragonj More)
2 No. Palashbari. Birgonj. Dinajpur

জ্বালানির দামে স্বস্তির আভাস

নূরুল হাসান খান

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামে সহসা বড় কোনো উত্থান-পতনের সম্ভাবনা দেখছে না এই খাতসংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থাগুলো। সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের গড় দাম ৫৭ থেকে ৬৩ মার্কিন ডলারের মধ্যে থাকতে পারে।

চলতি বছরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে, অপরিশোধিত তেলের বর্তমান গড় মূল্য ৫৭ দশমিক ১৪ মার্কিন ডলারে আছে।

বাংলাদেশের জন্য এটি এক বড় স্বস্তির খবর। কেননা বাংলাদেশ জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ আমদানি নির্ভর। বছরে প্রায় ৭০ লাখ টন তেল বাংলাদেশ আমদানি করে। পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ প্রভৃতি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অনেক খাতই এই আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাজেই তেলের দাম বাড়লে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রায় সব সূচকই এলোমেলো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোর বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাসে সেই আশঙ্কার চিত্র নেই। সেটা এক স্বস্তিই বটে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকসের পূর্বাভাস হচ্ছে, ২০২০ সালে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের গড় দাম ৬৩ মার্কিন ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। অন্যদিকে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বলছে, এই মূল্য হতে পারে গড়ে ৫৮ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার। কয়েকটি সংস্থা অবশ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী উৎপাদন বৃদ্ধি ও অন্য বেশ কিছু তেল উৎপাদনকারী দেশের তৎপরতায় তেলের দাম ব্যাপকভাবে কমে যাবে। সেক্ষেত্রে দাম ব্যারেল প্রতি ৪০ মার্কিন ডলারেও নেমে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণার বিপরীতে ওপেক ২০২০ সালে অপরিশোধিত জ্বালানি উৎপাদন আরও অনেকটা কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অতি সম্প্রতি ওপেক ও রাশিয়া তেল উৎপাদন কমানোর বিষয়ে একটি বৈঠক করেছে। সেখানে তারা দৈনিক আরও ৫০ লাখ ব্যারেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগেও তারা দৈনিক ৫০ লাখ ব্যারেল উৎপাদন কমিয়েছিল। তবে শতকরা ৮০ ভাগ তেল রফতানিনির্ভর দেশ সৌদি আরব তাদের তেলের উৎপাদন এমন পর্যায়ে রাখতে চায়, যাতে ব্যারেল প্রতি দাম ৮৫ ডলার পর্যন্ত ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য তেলের উৎপাদন বাড়ানোর কথাই বারবার বলে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে দৈনিক জ্বালানি তেল ব্যবহার করছে ২ কোটি ব্যারেলের বেশি। এর মধ্যে তারা নিজেরাই উৎপাদন করছে দৈনিক ১ কোটি ২০ লাখ ব্যারেলের মতো। বাকিটা এখনো তারা আমদানি করছে। তবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র নিজের উৎপাদন দৈনিক ২ কোটি ব্যারেল ছাড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে।

ইরান, ভেনেজুয়েলা ও কানাডা তেলের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলছে। তারাও জ্বালানি তেল উৎপাদন ও রফতানির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বাজারে অতিরিক্ত তেল আসার সুযোগ কমে যাবে এবং দাম নিয়ন্ত্রণহীন হবার সম্ভাবনা থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। একটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ই-মেইলের সূত্র উল্লেখ করে ব্লুমবার্গ এ ধরনের একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। গোল্ডম্যান স্যাকস আবার তাদের প্রতিবেদনে সেটি উদ্ধৃত করেছে। গবেষণা সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সমাপ্য ২০১৯ সালে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের গড় সমাপনী দাম ৫৭ দশমিক ১৪ ডলার।

এরপর ৭ পৃষ্ঠায়

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন

অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়ন : কোনোটারই ফল নেই

স্পেনে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সামনে পরিবেশ মন্ত্রীসহ অন্যরা
ছবি : সংগৃহিত

কাওসার রহমান

মাদ্রিদ, স্পেন থেকে

অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়ন। গুরুত্বপূর্ণ এ তিন বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই। আলোচনার পর আলোচনা করেই শেষ হলো আরও একটি জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন। যদিও এই তিন বিষয়ে আর দেরি না করেই সিদ্ধান্ত চাইছেন সবাই।

কার্বন কমানোর প্যারিস চুক্তির অন্যতম এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত সমঝোতা হয়নি। দ্বিতীয়ত, লোকসান এবং ক্ষতি। অভিযোজনের বাইরে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আলাদা আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধান বিষয়ই এই আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জরুরি। এটাও অনিষ্পন্ন অবস্থায়।

মাদ্রিদে চলমান জলবায়ু আলোচনায় অগ্রগতি না হওয়ায় বাংলাদেশ হতাশা প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়কমন্ত্রী মো. সাহাব উদ্দিন বলেন, মাদ্রিদ জলবায়ু সম্মেলনের আলোচনায় যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে আমরা হতাশ এবং উদ্বিগ্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব হুমকি মোকাবেলায় ব্যর্থতার কারণে পৃথিবীতে মারাত্মক সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন। ফলে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিশেষ করে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ব্যাপক কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এ সংকটময় মুহূর্তে কোনো ভুল করা যাবে না।

এরপর ৭ পৃষ্ঠায়

উপদেষ্টা সম্পাদক : **অরুণ কর্মকার** সম্পাদক ও প্রকাশক : **রফিকুল বাসার** এনার্জি বাংলা অনলাইন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **সাগর সরওয়ার**
এনার্জি বাংলা, শতাব্দী সেন্টার, ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, স্যুট # ১০-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং **মাহির প্রিন্টার্স** ফকিরেরপুল থেকে ছাপানো
সম্পাদকীয় কার্যালয় : ২/৩-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৫৯২৩২, +৮৮ ০১৫৫২ ৩১৫৭৪৫
ই-মেইল : energybanglabd@gmail.com, www.energybangla.com, www.energybangla.com.bd